স্বামীজি

ও সেই ভয়ংকর ভবিষ্যদ্বাণী

পাঁচুগোপাল বক্সি

পুনশ্চ

৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন

কলকাতা-৭০০ ০০৯

সূচিপত্র

॥ প্রথম অধ্যায় ॥ *'এই লভিনু সঙ্গ তব...'* ১৫

॥ দ্বিতীয় অধ্যায় ॥ *'চাঁদ মুখে ছাই মাখ'* ৫৫

॥ তৃতীয় অধ্যায় ॥ *'রমতা সাধু বহতা পানি'* ৬৫

॥ চতুর্থ অধ্যায় ॥ *'কত অজানারে...'* ৯০

॥ পঞ্চম অধ্যায় ॥ *'যে ধ্রুবপদ দিয়েছ বাঁধি বিশ্বতানে'* ১০৬

॥ ষষ্ঠ অধ্যায় ॥ *'হে পাখা বিবাগি!'* ১২৭

॥ সপ্তম অধ্যায় ॥ *'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা...'* ১৪৪

॥ অষ্টম অধ্যায় ॥ *'পান্থপাখির রিক্ত কুলায়'* ২১০

॥ নবম অধ্যায় ॥ *'একটি বিশাল বটগাছের মতো'* ২৪৭

॥ দশম অধ্যায় ॥ *'এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা'* ৩১৬

॥ একাদশ অধ্যায় ॥ *'শুধু তোমার বাণী নয় গো'* ৩৮১

॥ দ্বাদশ অধ্যায় ॥ *'আঁধারের আবরণে খোঁজে ধ্রুবতারা'* ৩৯৬

॥ ত্রয়োদশ অধ্যায় ॥ *স্বামীজির কয়েকটি অভ্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী* ৪১৯

॥ চতুর্দশ অধ্যায় ॥ *ভয়ংকর সেই ভবিষ্যদ্বাণী!* ৪৩৮

চিত্রসূচি

স্বামী বিবেকানন্দ	১৩
স্বামী বিবেকানন্দের বংশলতা	১৮
স্বামী বিবেকানন্দের জন্মকুণ্ডলী	২৪
কন্যাকুমারী মন্দির	৮২
বিবেকানন্দ স্মারক, পাম্বান	২১৭
বেলুড় মঠ	২৮০
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সীলমোহর	৩৪০
অদ্বৈত আশ্রম, মায়াবতী	৩৪৮
এশিয়ার মানচিত্র	৪৪০
সান ইয়াৎ সেন	৪৪৪
মাও জে দং	৪৪৬
China Daily	৪৫৫
China Daily	৪৫৮
পথের বাধা	৪৭২
The Times of India	৪৮৩

॥ প্রথম অধ্যায় ॥

'এই লভিনু সঙ্গ তব...'

ভারতবর্ষের আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা.....

—কী করছিস্ রে চেতন? বলতে বলতে ভারতী ঢুকতেই চেতন কাগজটা তাড়াতাড়ি পকেটে পুরে ফেলে। ছেলে কিছু একটা লিখছিল এবং বিষয়বস্তু তাঁকে গোপন করতে চায় আঁচ করে কৌতূহল বাড়ে। কী লিখছিলি রে?

—ও তেমন কিছু না।

ভেতর থেকে একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা বাধা ঠেলে বেরিয়ে এসে তার চোখে মুখে থাবা বসায়। দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজেকে হালকা করার চেষ্টা করে। ম্লান হাসি হাসে।

—'কিছু না' বললে হবে? কতক্ষণ ধরে নীচে থেকে ডাকছি। সাড়াশব্দ নেই। আমার কাছে তোর তো লুকোবার কিছু নেই সোনা। কী লিখছিলি বল্ না?

চেতন : মা, সত্যিই তোমার কাছে আড়াল করার মতো আমার জীবনে কিচ্ছু নেই। তবে, এই লেখার বিষয়টা তোমাকে জানাতে চাচ্ছিলাম না দুটো কারণে; প্রথমত, কথাটা শুনে অবিশ্বাসের অট্টহাসিতে তা উড়িয়ে দিতে চাইলে সমস্যা আরও জটিল হয়ে উঠবে, বিপদ বাড়বে; আর দ্বিতীয়ত, কথাটা বিশ্বাস করলে উদ্বেগ দুশ্চিন্তায় আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে অস্থির হয়ে উঠবে, আমার উৎকণ্ঠা বাড়বে। এ যে শাঁখের করাত!

ভারতী : না বাবা, তুই বল্। তোর কথা কি অবিশ্বাস করতে পারি? কখনও করেছি? আর দেখবি, আমি ঠিক সইতে পারব, অস্থির হব না, তুই বল্। জীবনে ঝড় তো কম গেল না!

চেতন : জীবনে এই প্রথম একটা ব্যাপার তোমাকে এখন জানাব না ভেবেছিলাম। কিন্তু তুমি না জেনে ছাড়বে না। (অদ্ভুত এক বিষাদে তার গলা বুজে আসে।)

ভারতী : (ছেলের মাথায় পিঠে সস্নেহে হাত বোলাতে বোলাতে) তুই না-বলা পর্যন্ত আমি শান্তি পাব না, সংসারে কোন কাজে মন বসবে না। বল্, বাবা বল্—

চেতন : বেশ, ছাড়বেই না যখন তখন শোনো—

ছেলের নীচু স্বরে কথা শুনে আঁতকে ওঠেন মা।

ভারতী : বলিস কী! এ-যে ভয়ংকর কথা!—(ছেলের শুকনো মুখের পানে তাকিয়ে নিজেকে শান্ত রেখে), এ ভবিষ্যদ্বাণী ভিত্তিহীন। সবাই খনা মিহির হতে চায়। এ-সব ফালতু কথা ভেবে অহেতুক মন-মেজাজ খারাপ করিস্ না তো। —(আঁচল দিয়ে মুখের ঘাম মুছতে মুছতে দরজার দিকে এগিয়ে যান।)

চেতন : (চাপা উত্তেজনায়) এ ভবিষ্যদ্বাণী ভিত্তিহীন! এ-সব ফালতু কথা! শুনে যাও মা, যিনি একথা বলেছেন তিনি খনা মিহির হতে চান না; নিজেই একটা ইতিহাস হয়ে উঠেছেন; সহস্রাব্দের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের মধ্যে পরম বিস্ময়কর এক ব্যক্তিত্ব। ওঁর মুখ থেকে আলটপ্‌কা কথা বের হতে পারে না; তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে এমন সব বাণী যা শুধু এ-দেশের নয়, সারা বিশ্বের মানুষকে যুগে যুগে সঠিকপথে চলতে, সুস্থ বাসযোগ্য সমাজ গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

ভারতী : তাই নাকি! তা কথাটা কে বলেছেন বলবি তো। কার কথা না জানলে বুঝব কী করে কথাটার ওজন কত?—(ভারতী দেবী এমন সাংঘাতিক ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারকের নাম জানার জন্যে ব্যগ্র হয়ে পিছিয়ে আসেন।)

চেতন : শুধু নাম জানলেই হবে না, এটাও জেনে রাখ মা, এই মহামানব তাঁর ব্যাপক পড়াশোনা, পাণ্ডিত্য, প্রজ্ঞা, স্বদেশে বিদেশে পর্যটনকালে লব্ধ বিচিত্র অভিজ্ঞতা, মানবতা, ইতিহাসচেতনা ও দূরদর্শিতার ভিত্তিতে আরও কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

—তাই নাকি? তা সেগুলো ফলেছে? — (ভারতীর কৌতূহল আকাশছোঁয়া।)

—অবশ্যই! — (চেতনের কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা। পরক্ষণেই শুকনো গলায় ভিজে স্বরে যোগ করে) —তাই চিন্তা! এটাই তাঁর সেই ভবিষ্যদ্বাণী যেটা এখনও ফলতে বাকি। ফলে গেলে কী যে হবে—

ছুটে গিয়ে মায়ের বুকে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ওঠে।

ভারতী : কোথা থেকে কী পড়েছিস শুনেছিস তাতেই এত ভেঙে পড়লে চলে? মুখ তোল্ বাবা, — (পরম মমতায় পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে) শান্ত হ'। বল্ কথাটা কার? কে তিনি যাঁর অনেক ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি বলে প্রমাণিত হয়েছে?

চেতন : (মায়ের বুক থেকে মুখ তুলে চোখ মুছতে মুছতে) তিনি আর কেউ নন; স্বয়ং স্বামীজি! (চেতনের দৃষ্টিতে বিদ্যুৎ চমকায়।)

ভারতী : স্বামীজি মানে স্বামী বিবেকানন্দ?

চেতন : হ্যাঁ মা।

ভারতী : আহা, কী অপূর্ব চেহারা! ভাসা ভাসা চোখদুটিতে কত ভাষা! মুখখানিতে লাবণ্য ঠিকরে তেজ বেরুচ্ছে! ঠাকুরের এই ত্যাগী সন্তানটি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা নেই। তোর মুখে তাঁর কথা শুনতে খুব ইচ্ছা হচ্ছে। তোর তো বুকশেলফের আধখানা বিবেকানন্দ।

চেতন : মা, তুমি দেখছি বিনয়ের দিক থেকে পরম বৈষ্ণব—'তৃণাদপি সুনিচেন তরোরপি

সহিষ্ণুণা'। শুধু কয়েকটা ডিগ্রি নয়; ব্যাপক পড়াশোনা তোমার অথচ বলছ কিনা স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানো না!

ভারতী : বিশ্বাস কর। কবে পড়েছি আর কতটুকুই বা পড়েছি। বিশেষ করে স্বামীজি সম্পর্কে সত্যিই তেমন কিছু পড়া হয়নি।

চেতন : বুঝেছি, তুমি আমায় পরীক্ষা করতে চাও; স্বামীজি সম্পর্কে কতটুকু জানি তা দেখতে চাও। তাই না?

ভারতী : না রে না। ওঃ! সময় নষ্ট না করে শুরু কর। কথাটা শোনার পর থেকে—

চেতন : বেশ, তবে যেটুকু জানি শোনাচ্ছি—

বর্ধমান জেলার কালনা মহকুমার ডেরেটোনা গ্রামের রামমোহন দত্ত ব্রিটিশ আমলের শুরুতে ভাগ্যান্বেষণে কলকাতায় আসেন। গড় গোবিন্দপুরে কিছুকাল বসবাস করার পরে তিনি উত্তর কলকাতার শিমলিয়া পল্লী বা সিমলায় বাড়ি তৈরি করেন। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র দুর্গাপ্রসাদ উত্তর কলকাতা নিবাসী দেওয়ান রাজীবলোচন ঘোষের কনিষ্ঠা কন্যা সুন্দরী ও বিদুষী শ্যামাসুন্দরীকে বিয়ে করেন। তাঁদের প্রথম কন্যাসন্তানটি সাত বছর বয়সে মারা যায়। দ্বিতীয় সন্তান বিশ্বনাথ সম্ভবত ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ছেলের অন্নপ্রাশনের সময় তিনি কুড়ি-পঁচিশ বছর বয়সে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। বিশ্বনাথ কলকাতা হাইকোর্টের নামজাদা এটর্নি হিসেবে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতেন। সিমলার নন্দলাল বসুর একমাত্র কন্যা ভুবনেশ্বরী দেবীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। বিশ্বনাথের বয়স তখন ষোলো আর ভুবনেশ্বরীর বয়স দশ বছর।

বিশ্বনাথ দত্তের পরিবারে প্রতিদিন পোলাও খাওয়ার রেওয়াজ ছিল। গাড়ি-ঘোড়া, দাস-দাসী আড়ম্বর, দুস্থ আত্মীয়দের প্রতিপালন ইত্যাদি খাতে মাসে প্রায় হাজার টাকা ব্যয় হত। পাড়ায় তিনি দাতা বিশ্বনাথ নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর মধ্যম পুত্র মহেন্দ্রনাথ তাঁর দানশীলতা সম্পর্কে লিখেছেন, 'গরীব-দুঃখীকে দান করা তাঁহার যেন একটা ব্যামোর মতো ছিল।' তিনি যিশু তথা খ্রিস্টধর্মের অনুরাগী এবং বাইবেল ও হাফেজের বয়েতের নিয়মিত পাঠক ছিলেন। সাতটি ভাষায় দক্ষ এই মানুষটির খাদ্য, পোশাক, চালচলনে হিন্দু-মুসলিম মিশ্র সংস্কৃতির আর কর্মজীবনে ইংরেজ জাতিসুলভ শৃঙ্খলা ও নিষ্ঠার ছাপ পড়ত। উদার প্রকৃতির বিশ্বনাথের প্রিয় বিষয় ছিল ইতিহাস ও সংগীত। তিনি 'সুলোচনা' ও 'শিষ্টাচার পদ্ধতি' নামে দু'খানি বই লেখেন।

ভুবনেশ্বরী দেবী ছিলেন খুব বুদ্ধিমতী ও ভক্তিপরায়ণা। তিনি কিছু লেখাপড়া জানতেন এবং সাংসারিক যাবতীয় কাজ নিজে দেখেও নিয়মিত পুজো, শাস্ত্রপাঠ, সেলাইয়ের কাজ করতেন, গরীব-দুঃখীদের সাহায্য করতেন।

ভুবনেশ্বরী দেবীর এক পুত্র ও চার কন্যার মধ্যে পুত্র ও দুই কন্যার অকালমৃত্যু ঘটলে তিনি পুত্রকামনায় কাশীবাসী এক আত্মীয়াকে রোজ বীরেশ্বর শিবের পুজো দিতে বলেন। ১২৬৯ সালে পৌষ সংক্রান্তি, ইংরেজি হিসেবে ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের ১২ জানুয়ারি সোমবার

স্বামী বিবেকানন্দের বংশলতা

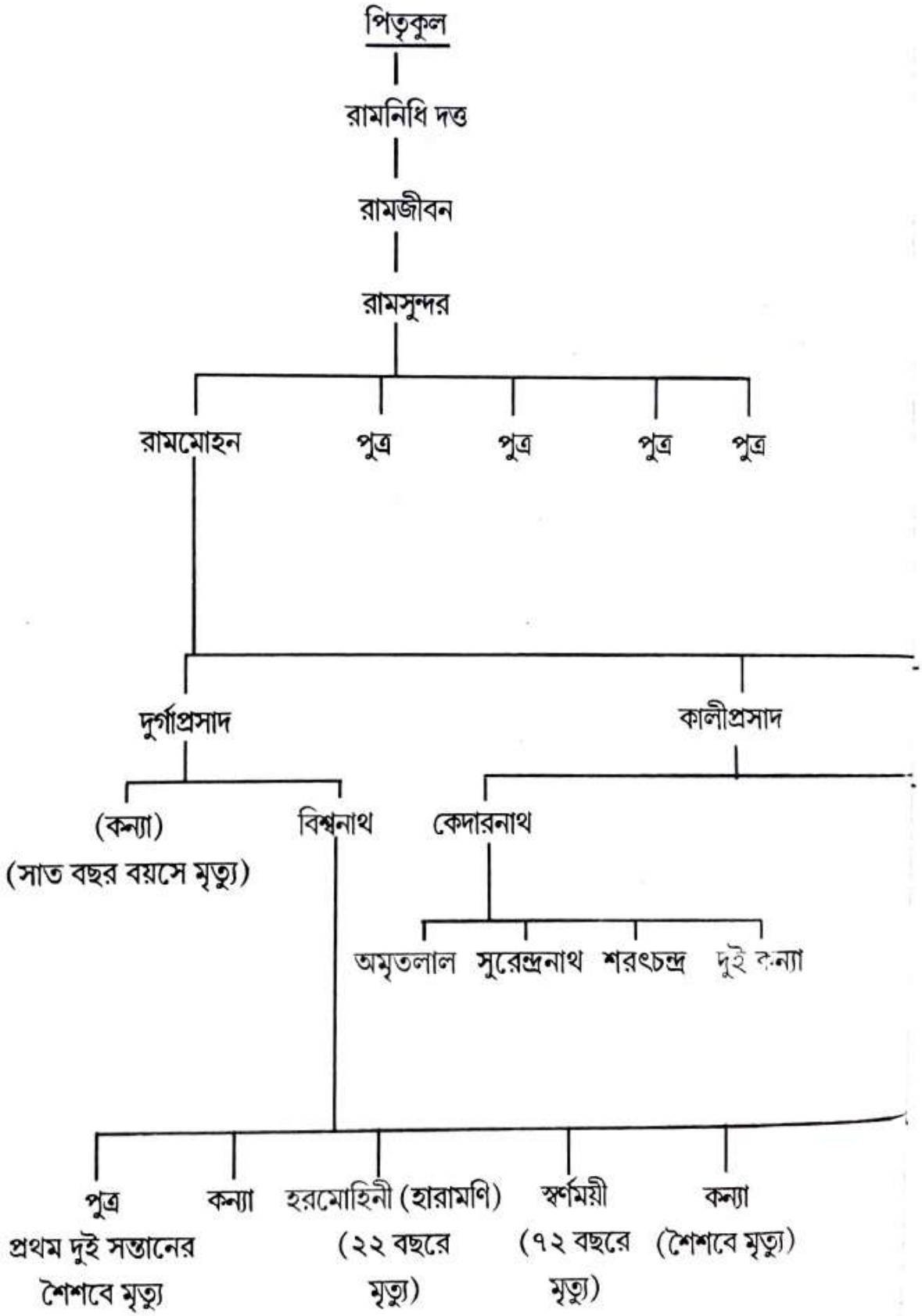

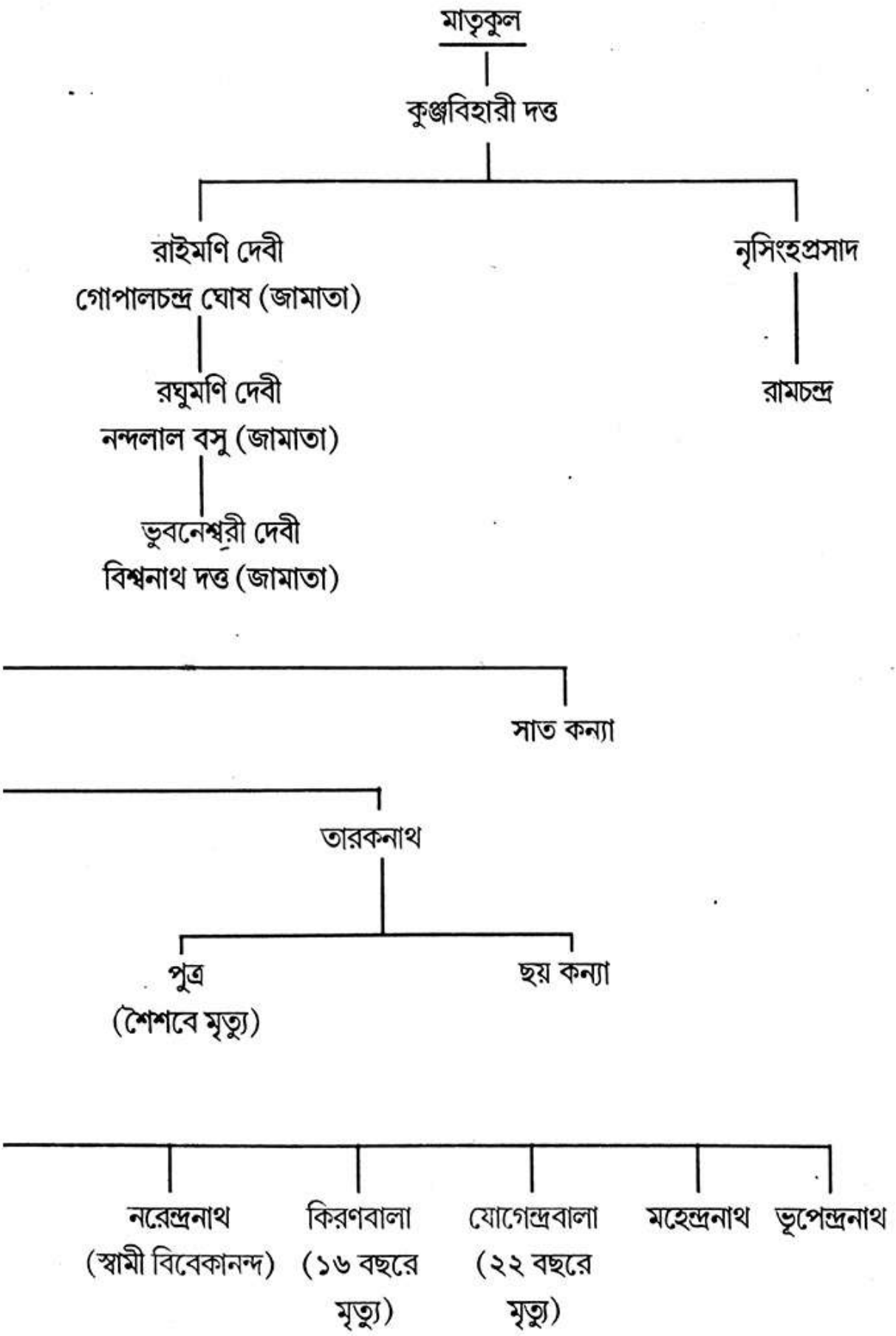
মাতৃকুল
কুঞ্জবিহারী দত্ত
রাইমণি দেবী
গোপালচন্দ্র ঘোষ (জামাতা)
রঘুমণি দেবী
নন্দলাল বসু (জামাতা)
ভুবনেশ্বরী দেবী
বিশ্বনাথ দত্ত (জামাতা)
নৃসিংহপ্রসাদ
রামচন্দ্র
সাত কন্যা
তারকনাথ
পুত্র
(শৈশবে মৃত্যু)
ছয় কন্যা
নরেন্দ্রনাথ
(স্বামী বিবেকানন্দ)
কিরণবালা
(১৬ বছরে
মৃত্যু)
যোগেন্দ্রবালা
(২২ বছরে
মৃত্যু)
মহেন্দ্রনাথ
ভূপেন্দ্রনাথ